

"বেহেশ্তের সোজা পথ"

(সৈয়দ হাবিবুর রহমান)

ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত একটি পত্রিকায় আমার এক প্রিয় লেখক বহুদিন আগে লিখেছিলেন “ মুর্খরা রাতারাতি নাট্যশালার অভিনেতার মত ধর্মীয় পোশাক পরে দর্পণে নিজেকে ভিনু রূপে আবিষ্কার করে, আর ভাবে এইতো আমি সমাজের এক বুদ্ধিমান নেতৃস্থানীয় মানুষ হয়ে গেলাম । আসলে ধর্মে তাদের বোঝার কিছু নেই”। বাংলাদেশ থেকে অপরিণামদর্শী, অদুরদর্শী মোলানা নামের কিছু লোক এসে যখন পরলোকে অতি সহজলভ্য সূর্যের অফুরন্ত সুখ-সাম্রাজ্য, ভোগ বিলাসের কথা বলেন, ব্যক্তিসার্থপর কামুক লোভী মুর্খরা ধর্মের আর কিছু না বুজলেও কাম-ভোগ বিলাস এই গুলো বুঝতে তাদের মোটে ই কষ্ট হয় না । ধর্ম-কর্ম হিসাবে তারা প্রথমেই নিজেকে এক রজনীর নায়কের মত ভিনু পোষাকে ভিনু রূপে রূপান্তরিত করেন । এই অপরিণামদর্শী মোল্লাদের মধ্যে আবার অনেকের কাজ-কর্ম কথা বার্তা এত হাস্যকর ও যুক্তিহীন যা সাধারণ বিবেকবাণ লোকের চোখে ও অতি সহজে ধরা পড়ে। ইদানিং তারা বিজ্ঞান ও ইংরেজী ভাষার সংমিশ্রণে তাদের মহফিলটাকে প্রানবন্ত করে তোলার খুব ই চেষ্টা করেন, অবশ্য মিথ্যা বানোয়াট রসাতক কিছু গল্প-গোজব ও থাকে যা শ্রোতাদের চিত্তাকর্ষনের জন্য অত্যন্ত জরুরী। তাদের পেছনে যুক্ত হয় নতুন উপাধি "ইসলামি চিন্তাবিদ"! এই ইসলামি চিন্তাবিদদের মহফিলের গল্প আর বাউলদের মালজোড়া গানের আসরের গল্পের উদ্দেশ্য একটা ই । শ্রোতাদের মনোরঞ্জন।

আজ যাকে নিয়ে আমার এই লেখা তিনি সিলেটের এক কৃতি-সন্তান অত্যন্ত জেহাদীমনা, বৃটিশ কন্যা বিবাহিতা মি: হাবিবুর রহমান। সিলেটে তিনি পপুলারিটি অর্জন করেছেন বিশেষ একটি কারণে, আর তা হলো জামাতে ইসলামীদেরকে ধোলাই করা । এ কাজটায় পারদর্শী হুজুর একবার আমাদের এলাকায় (ইংল্যান্ডে) তসরিফ আনলেন । আমরা উৎসুক কিছু লোক খবর পেলাম আজ রাতে আমাদের মসজিদে হুজুর জামাতিদের কে ধোলাই করবেন । তবে তিনি যে এমন সফা ধোলাই দেবেন তা আগে ভাবতে ও পারিনি । হুজুর বল্লেন-

“ মওদুদি-বাদী জামাতীরা সহাবায়ে কেরামগণ কে সত্যের মাপকাঠি বলে স্বীকার করেনা। যারা সহাবীগণ কে সত্যের মাপকাঠি বলে মানলো না তারা নবী কে মানলোনা, যারা নবীকে মানলোনা তারা আল্লাহ কে অস্বীকার করলো, আর যারা আল্লাহ কে অস্বীকার করলো তারা কাফির, আপনারা বলুন তারা কী ?-----কাফির-----আবার বলুন তারা কী---কাফির, আবার বলুন তারা কী ?—কাফির ।”

হুজুর তিনি কথিত কাফেরদের সমালোচনা করে সত্যের আলো নামে একটি বিলখেছিলেন । আদ্য-পান্ত বইটি পড়ার আগে ই আরেকটি বই খুঁজতে হলো, সেটা হলো মওদুদির লেখা 'খেলাফত ও মুলকিয়াত' । হুজুর মূলত সত্যের আলো বইটি লিখেছিলেন **খেলাফত ও মুলকিয়াত** এর লেখক ও তার অনুসারী জামাতিদের ভ্রান্ত ঈমান আকীদা জনসমক্ষে তোলে ধরার লক্ষ্যে । তিনি **খেলাফত ও মুলকিয়াত** বইটির প্রতি অঙ্গুলী-নির্দেশ করে দেখিয়ে দিয়েছেন, জামাতিরা কাদিয়ানী, বেদাআতি দলের লোক, প্রকৃত মুসলমান নয় । আর মওদুদী **খেলাফত ও মুলকিয়াত** এ পরিষ্কার দেখিয়েছেন যে সাহাবীগণ সত্যের মাপকাঠি নন। মওদুদী উদাহরণ দিয়েছেন, হজরত উসমানের সেনাপতি নির্বাচনে



সৃজনপ্রীতি, উভুদের যুদ্ধে সাহাবীগণের ভুল সিদ্ধান্ত। মওদুদী আরো উদাহরণ দেন যে জনৈক সাহাবী তিনির শাসনামলে আরেকজন সাহাবীকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন। তাতে প্রমাণিত হয় যে এই দুইজন সাহাবীদের একজন, হয়তো মৃত্যুদণ্ড সাজা প্রাপ্তির যোগ্য অপরাধ করেছিলেন, আর না হয় একজন মৃত্যুদণ্ড দিয়ে অপরাধ করেছিলেন।

হুজুর হাবিবুর রহমান সিলেটে আলোচনার শীর্ষে চলে আসেন সমাচার পত্রিকায় এম, সি কলেজের অধ্যাপক দাউদ হায়দারের একটি লেখার বিরুদ্ধে এবং পরে জামাত নেতা সাঈদীর সিলেট আগমনের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করে। সব শেষে হুজুর তসলিমা নাসরিনের মাথার দাম ৫০ হাজার টাকা ঘোষণা দিয়ে তিনির গঠিত দল খেলাফতে মজলিসকে রাজনৈতিক দলের তালিকায় নিয়ে আসেন। ধূর্ত জামাতিরা ভাবলো এই মানুষটাকে প্রতিপক্ষের অবস্থান থেকে সরিয়ে বশে আনতে হবে। হলো ও তাই। ইলেকশন কে সামনে রেখে জামাতিরা তাদের অনেক কষ্টের তৈরী পুতুলটায় দম ভরে ছেড়ে দিলো- “নাচ মেরে বুলবুল তুয়ে পয়ছা মিলে গা”। সধারণ নির্বাচনের পূর্বে হুজুর আরেকবার আসলেন আমাদের শহরে। এবার জামাতকে ধোলাই নয়, তসলিমা নাসরিনের মাথা নয় আওয়ামী লীগের গর্দান। হুজুর ধোলাই করলেন আওয়ামী লীগ কে। তা ও আমাদের এলাকায়, যেখানে শতকরা ৭৫ জন মানুষ আওয়ামী সমর্থক। উপস্থিত আওয়ামী সমর্থকরা রহমতের আশা নিয়ে মসজিদে এসেছিল, নফরতের বোঝা নিয়ে ফিরে গেলো। আওয়ামী সমর্থক মুসলমানেরা আওয়ামী লীগ ও ছাড়তে পারেনা নামাজ ও ছাড়তে পারেনা। হুজুরের বয়ান বিশ্বাস করলে হয়তো আওয়ামী লীগ ছাড়তে হয়, না হয় মসজিদ ছাড়তে হয়। স্থানীয় আওয়ামী লীগ সমাবেশ করে হুজুরকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা দিল। পরের সপ্তাহে হুজুর আওয়ামী লীগের গর্দান দেবেন লন্ডনের আলতাব আলী পার্কে, জিহাদী কন্ঠে সবাই কে দাওয়াত দিলেন। বিরাট জনসমাবেশের আয়োজন হলো। পাশে তিনির দেয়া কাফির ফতোয়া প্রাপ্ত পুরনো শত্রু, নতুন মিত্র দেলওয়ার হোসেন সাঈদী। অবাক বিস্ময়ে তিনির ভক্তগণ চেয়ে দেখলো হুজুর আলতাব আলী পার্কে নিজের ও তার দলের অকাল সমাধি রচনা করলেন। লোকে বলাবলি করলো, নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পরাজয় হলে বি, এন, পি আসবে। হুজুরের দোয়ায় অনেক লাভবান হবে জামাত, কিন্তু হুজুরের কি হবে? সময় আসলে জামাত কিক-আউট করবেনা তো? যদি করে তাহলে হুজুর, যে টিকেটের লোভে লাজ-লজ্জা ত্যাগ করে তিনির দেয়া কাফির ফতোয়া প্রাপ্ত দলের পাশে দাঁড়ালেন, শেষে যদি নির্বাচনের টিকেট ও যায়, (তিনির দল) বুলি কাঁথাটা ও যায়। আওয়ামী সমর্থকগণ বল্লেন, আওয়ামী লীগ এক বিরাট বটবৃক্ষ, ছোট খাটো পীর ফকিরের বদ-দোয়া, যাদু-টোনায়ে তার একটা পাতা ও নড়বেনা। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পরাজয় হলেও তার ভোটার সংখ্যা বেশী থাকবে। উল্লেখ্য হুজুরের প্রথমবারের জামাত বিরোধী বক্তব্যে স্থানীয় মুসল্লীগণ জামাত ও দেলওয়ার হোসেন সাঈদীকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছিলেন, আর দ্বিতীয়বারের আওয়ামী বিদ্বৈষী বক্তৃতায় তিনি নিজেই আমাদের এলাকায় অবাঞ্ছিত হলেন।

ইংল্যান্ডের বাঙ্গালী সমাজে ধর্মীয় উম্মাদনা সৃষ্টি করা বাংলাদেশ থেকে আগত এই সকল উলামাদের কাজ। সাঁপুড়িয়ার বাঁশীর সুরে সাপ যেমন দিশেহারা হয়, সর্গসুখের প্রত্যাশায় সমাজ আজ বিবেকহীন মাতাল হয়ে গেছে। ইংল্যান্ডের



মসজিদ গুলো হয়েছে আত্মঘাতী অঘটন, মারামারি, রক্তাক্ত সংঘর্ষের কুরুক্ষেত্র। পুলিশ অবস্থা সমাল দিতে মসজিদের ভেতরে কুকুর ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছে, বাংলা পত্রিকায় তার প্রমাণ আছে। এইতো সেদিন আমাদের পার্শ্ববর্তি এলাকার মসজিদে দুইদল মুসল্লীদের সংঘর্ষে ২৪ জন হাসপাতাল গেলেন, ১২ জন এখন ও জেল-হাজতে। এই সমস্ত দক্ষ, দলাদলি, হানাহানি, দাঙ্গা-হাঙ্গামার কারণ কোন রাজনৈতিক বা সমাজিক নয়। বেহেশ্তে যাওয়ার একটি সোজা রাস্তা, একটি পথ নিয়ে এই ঝগড়া। পথটি দেখিয়েছেন বাংলাদেশের বড় বড় নামী-দামী ইসলামী চিন্তাবিদগণ। দুই দল আলেম সমানভাবে দাবী করছেন, আমরা ই একমাত্র সঠিক বেহেশ্তের পথের পথিক, আমাদের সঙ্গ ধরো যদি পেতে চাও সূর্যের সীমাহীন অফুরন্ত ভোগ বিলাস আর সেই সকল চির কুমারী আনতনয়না হুর গেলেমান যাদের একটি অঙ্গুলী দর্শনে সূর্য্য নির্বাপিত হয়ে যায়, যাদেরকে এর পূর্বে কেউ স্পর্শ করেনি। আমরা প্রভুর সেই প্রীয়জন, আহ্লে সুন্নাতুল জামাত। তোমরা প্রার্থনা করো সর্বশক্তিমান মহান প্রভুর কাছে, 'চালাও সে পথে, যে পথে তোমার প্রীয়জন গেছে চলি'। ইহ্‌দিনাস্ সিরাতাল মুস্তাকীম।

চলবে-

